ট্র্যাজেডি (Tragedy)

সাধারণ মানুষ ট্র্যাজেডি বলতে বিয়োগান্তক নাটককে বোঝে। কিন্তু যেকোন বিয়োগান্তক নাটক মাত্রই ট্র্যাজেডি নয়। যখন কোন নাটকের মধ্যে বিষাদের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়, তখন তাকে মেলোড্রামা বলা হয়; কিন্তু ট্র্যাজেডি নয়। ট্র্যাজেডি এক বিশেষ শ্রেণীর নাটককে বোঝায় — যার মধ্যে কোন এক অভিজাত ব্যক্তির অনিবার্য হেরে যাওয়ার কাহিনী থাকে। এই মানুষটির স্বাতন্ত্র্যের মহিমা এবং অসামান্য কর্তব্যপরতা সত্ত্বেও অদৃষ্টের অদৃশ্য পীড়নে শেষপর্যন্ত তাঁকে পরাভূত হতেই হয়। তাঁর সেই দুঃখ-যন্ত্রণা-সংঘাত-ময় জীবনকথা যে নাটকে বাস্তব রূপে প্রতিফলিত হয়, তাকেই ট্র্যাজেডি বলা হয়।

প্রাচীন গ্রীসের সফোক্লিস, ইউরিপিডিস ও ইস্কাইলাস ছিলেন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি রচয়িতা। তাঁদের ট্র্যাজেডি গুলি সামনে রেখে ৩৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'দি পোয়েটিক্স' (The Poetics) গ্রন্থে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন:—

"Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions."

ড: শিশির কুমার দাশ গ্রীক ভাষা থেকে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

"ট্রাজেডি হলো একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অংশ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়; আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্য দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।"

অ্যারিস্টটলের গুরু ছিলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। তিনি তাঁর Republic গ্রন্থে ~~তিনি~~ বলেছেন, এই বাস্তব জগৎ (Reality) আরেকটি আদর্শ বস্তুজগতের অনুকরণ। একজন কবি যখন এই বস্তুজগৎকে দেখে কাব্য লেখেন, তখন তা হয় অনুকরণের অনুকরণ। একে বলা যায় doubly removed from truth — Ideal World

↓

Real World

↓

Literature

অ্যারিস্টটল গুরুর এই মতামত খণ্ডন করে বলেন সত্যের থেকে দূরে হলেও কাব্যের বা শিল্পের অভিমুখ সত্যের দিকেই থাকে। চিরন্তন বা সার্বজনীন অনুভব কাব্যের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

অ্যারিস্টটলের প্রতি

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা সাধারণ-
লক্ষণ খুঁজে নেওয়া যেতে পারে ——
অনুকরণীয় প্রসঙ্গ আলোচনার পর এবার আসা যাক ক্রিয়ার কথায়,
ট্র্যাজেডির মধ্যে একটি ক্রিয়া থাকবে যা বর্ণনামূলক
হবে না, হবে ঘটনামূলক। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায়
বর্ণনা থাকে, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে ঘটনা দেখেই পাঠক বা
শ্রোতা তা উপলব্ধি করতে পারে। ঘটনার পর ঘটনা ঘটে
যাবে এবং তার ভিতর দিয়েই দর্শক, ~~বা~~ শ্রোতা বা পাঠক-
ট্র্যাজেডির মূলরস উপলব্ধি করবে। আবার, এই ক্রিয়া
বা Action হবে গুরুগম্ভীর (Serious)। এরমধ্যে
একজন মানুষের সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যে উপনীত
হওয়ার যাত্রাপথটি পরিলক্ষিত হবে। ট্র্যাজেডিতে
তাই হালকা কথার অবকাশ থাকবে না। শ্রোতাদের
মানসিক বিশ্রামের (dramatic relief) ব্যবস্থা থাকলেও
তা হবে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র'
(King Lear) নাটকের বিদূষক চরিত্র বা রবীন্দ্রনাথের
'বিসর্জন' নাটকের জনতা চরিত্র এই relief নিয়ে
আসে, নাটকের গাম্ভীর্য তাতে বিঘ্নিত হয় না।
শেক্সপীয়রের নাটকে ব্যক্তির চারিত্রিক ত্রুটির ~~[illegible]~~
(Moral flaw) পরিণামে যেমন বিপর্যয় নেমে আসতে
পারে, গ্রীক নাটকে চরিত্রের একটি ভুল সিদ্ধান্ত
(Hamartia / Error of Judgement) তেমনি
বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এটি
মনে রাখা প্রয়োজন, ক্রিয়াটি হবে গম্ভীর ও
গুরুত্বপূর্ণ। ট্র্যাজেডিতে মাত্র তরলতার স্থান
নেই।
ট্র্যাজেডির প্লট সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন—

Scanned with CamScanner

"Beauty is a matter of size and proportion."
প্লট হবে সুসংবদ্ধ ও পরিমিত। আদি, মধ্য ও অন্ত— এই তিনভাগে বিন্যস্ত। অ্যারিস্টটল কাল্পনিক অতিকায়-প্রাণী লেভিয়াথানের উল্লেখ করে বলেছেন, যার লেজের কাছে দাঁড়ালে মাথা দেখা যায় না, প্লট এমন দীর্ঘ হবে না। আবার প্লট একটি পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্র ও হবে না। কাহিনী হবে নিটোল, পরিকল্পনা-মাফিক এবং পরিমিত।

ট্র্যাজেডির অন্যতম লক্ষ্য দর্শক বা পাঠকমনে করুণা ও ভীতি— এই দুই আবেগ সৃষ্টি করা। একজন ব্যক্তির যতটা suffer করা উচিত, তিনি যদি ততটাই suffer করেন তবে করুণা (pity) জাগ্রত হবে না। আবার, ব্যক্তির suffer করার কথা নয়, অথচ তিনি suffer করছেন; তবে ভীতি (fear) জাগ্রত হবে। করুণা নয়, ব্যক্তির যতখানি suffer করার কথা, তার চেয়ে বেশি suffer করলে করুণা জাগ্রত হবে। মনে হবে পাঠকের দর্শকের— আহারে, এত দুঃখ তো পাওয়ার কথা নয়। আবার যখন মনে হবে, ওর মত দুঃখ যদি আমার জীবনে অভিজ্ঞতার মত নেমে আসে তবে কি হবে? এই একাত্মবোধই (ট্র্যাজেডির চরিত্রের সাথে) পাঠক বা দর্শকমনে ভীতি জাগিয়ে তোলে।

অ্যারিস্টটল বলেছেন, করুণা (Pity) ও ভীতি (Fear) দুই আবেগ জাগ্রত হয়ে যখন বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াটিকে বলে ভাবমোক্ষণ বা শুদ্ধিকরণ (Catharsis)। Catharsis একটি medical term। ফোঁড়া ফেটে গিয়ে পুঁজ বেরিয়ে এলে যেমন রোগী শান্তি পান, তেমনি

দর্শকের মনে করুণা ও ভয় উদ্রিক্ত হয়ে তার নিঃসরণে-হৃদয় প্রশান্ত হয়ে ওঠে। এই জন্য ট্রাজেডি দর্শককে আনন্দ দান করে।

পূর্বে আলোচনা হয়েছে, ট্রাজেডির প্রবীন ব্যক্তি বা নায়ক হবেন সাধারণের থেকে অনেক উঁচুরের মানুষ। তাঁর থাকবে অমিত শক্তি, চরিত্র মহিমা, কর্ম-প্রবণতার প্রাবল্য, অভিজাত, কুলীন হয়েও তিনি হবেন দোষ-গুণে বিজড়িত। তাই তাঁর মধ্যে একপ্রকার দূরত্ব (distancing) থাকা সত্ত্বেও দর্শক বা পাঠক তাঁর সাধারণ দোষ-গুণ সুধীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে একাত্মতা অনুভব ~~করে~~। করবে, তিনি হবেন দৈব পীড়িত বা নিয়তি লাঞ্ছিত। তাঁর বীরত্ব, ধীরত্ব, মহত্ত্ব, শোভনতা থাকবে। কিন্তু একটি সামান্য ত্রুটি বা moral flaw এর কারণে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে। যেমন, শেক্সপীয়রের Hamlet, কখনো ব্যক্তির সামান্য ভুল বা error of judgement এর জন্য নেমে আসবে দৈব পীড়ন। যেমন, সফোক্লিসের রাজা অয়দিপাউস। অয়দিপাউস যদি করিন্থ থেকে পালিয়ে থিবিসে না আসতেন অথবা, রানী ইয়োকাস্টার কথা শুনে থিবিসের ~~~~ দূষিত-মানুষটিকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত করতেন, তাহলে তিনি দুঃখ ভোগ করতেন না। অসুর ক্ষমতাসম্পন্নতা সত্ত্বেও ট্রাজেডির নায়ক এমনকি হেরে যাবেন। তাঁর দুঃখভোগ যত বাড়বে, দর্শক ততই অস্থির হবে। কোন অসাধু বা নীচজাতীয় লোক ট্রাজেডির নায়ক হবেন না। তাঁর পতন দর্শক-মনে ভয় বা করুণা জাগাবে না। তিনি হবেন নীচ ব্যক্তিত্ব। তাঁর পতন দর্শককে ভীতি ও করুণার যুগপৎ আবেগে আলোড়িত-করে আনন্দ দান করবে।

Scanned with CamScanner

ট্র্যাজেডির পরিণতিতে দু'রকম দৃশ্য ঘটতে পারে— প্রথমত, মৃত্যু ঘটবে না। অথচ যন্ত্রণাদগ্ধ দৈবপীড়িত মানুষটির চরম বিপর্যয় ঘটবে, দ্বিতীয়ত, মৃত্যু ঘটতে পারে। সেই মৃত্যু হবে যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষটির দেহের শেষ পরিণতি। এরফলে দর্শক মৃত্যুজয়ী বেদনায় অভিভূত হবে। এক বিরাট মানুষের পরাভবের মুহূর্তটিই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির জন্ম ~~দেবে~~ দেয়।

অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডির ভাষা হবে শিল্পগুণসমৃদ্ধ। প্রতিটি অংশ হবে বিচিত্র অলংকারে সমৃদ্ধ এবং স্বতন্ত্র। সর্বত্রই, ছন্দ থাকবে কথোপকথন অংশে এবং সুর ও গান থাকবে কোরাস অংশে। এতেই ট্র্যাজেডি অত্যন্ত সার্থক হয়ে উঠবে।
বাংলাসাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

Reference :

১. 'কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল' — অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ,

২. 'সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' — কুন্তল চট্টোপাধ্যায়,

৩. 'সাহিত্যের রূপরীতি' — ড: মিহির চৌধুরী কামিল্যা,

৪. A Glossary of Literary Terms — M.H. ABRAMS

Scanned with CamScanner